২৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 SEP 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শিক্ষা জীবনের ভাবনা

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে গত সপ্তাহে। চারিটি বোর্ডে পাস করিয়াছে মোট ৪,৯০,১৯৯ জন পরীক্ষার্থী। ইহাদের মধ্যে ২,৪৬,১১১ জন প্রথম বিভাগে, ২,৩৬,৮৮৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৭,০৩০ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন কলেজ ও পলিটেকনিকে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে বড় জোর মাত্র ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ছাত্রের। এই হিসাবে অন্ততঃ দেড় লক্ষ ছাত্র কোথাও ভর্তি হইতে পারিবে না।

এখন ভাবনার বিষয়, অসহায় এই ছাত্রদের কি দশা হইবে! আগের দিনে শিক্ষার্থীর পাসের খবরে অভিভাবকরা উৎফুল্ল হইতেন, প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিতেন। এখন পাস করার পরও ভর্তির ভাবনায় অধিকাংশেরই শুরু হয় বুক কাঁপুনি। বৎসর বৎসর এই আলামত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন নূতন কলেজ যে হইতেছে না, তাহা নয়। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। আবার কলেজ হইতেছে বটে, কিন্তু শিক্ষার মান ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার অভিযোগও ব্যাপক।

সারাদেশে ২২৩টি সরকারী কলেজ, ১৬টি কমার্শিয়াল কলেজ, ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ৭৫৭টি বেসরকারী কলেজ আছে। উল্লেখ্য, গত বৎসর এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে সমর্থ হইয়াছিল ৩,০৩,৯২৬ জন শিক্ষার্থী। ভর্তি সংকটের মোকাবিলায় অনেকে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুই শিফট চালু করার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মকর্তা জানান যে, সরকার এখনও এই ধরনের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই। এদিকে ছাত্ররা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই ভর্তি হয় কোচিং ক্লাসে। শুরু হয় কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি। তাই অনেকের মতে, ছাত্ররা দুইবার পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একবার আসল পরীক্ষার জন্য, দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার জন্য। ভর্তির পরীক্ষাটাই আসল পরীক্ষা বলিয়া অনেকেরই অভিমত। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই। সকলের ঠাঁই হয় না উচ্চতর শিক্ষালয়ে।

চলতি বৎসরেও প্রায় দেড় লক্ষাধিক এসএসসি পাস শিক্ষার্থী উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহাদের পরিণতি কি হইবে? অনেকের মতে সন্ত্রাস, বোমাবাজি, অস্ত্রবাজির রঙরুট আসে এই ধরনের বেকার তরুণদের মধ্য হইতেই। প্রধানতঃ ইহাদের ধরার জন্যই ঝানু মতলববাজরা ওত পাতিয়া থাকে। তাহাদেরও কোন গত্যন্তর থাকে না। এসএসসি বা এইচএসসি পাস দেওয়ার পর কোন পেশায় শামিল হওয়ার মত তাহাদের কোন বৃত্তিগত যোগ্যতা থাকে না। অবশ্য শর্ট কোর্সে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণদানের লক্ষ্যে সম্প্রতি কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সকলেই জানেন, আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। অথচ আশ্চর্যের কথা, কৃষি প্রধান এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কৃষিনির্ভর করার চিন্তা হয় নাই। মাত্র চলতি বৎসর হইতেই স্কুল পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে। ইদানীং পাঠ্যসূচীতে ট্রাফিক আইন অন্তর্ভুক্ত করারও সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। একথা সত্য যে, স্কুলের পাঠ্যসূচীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিলে স্কুল জীবন শেষে ছাত্ররা বিভিন্ন পেশায় ঢুকিয়া পড়ার সুযোগ পায় এবং সেক্ষেত্রে সমাজের উপর তেমন চাপ সৃষ্টির কথা নয়। অনেকে ইহাও বলেন যে, মেধাবী ছাত্ররাই উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হওয়ার অধিকার রাখে। অন্যদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়া বিভিন্ন পেশা ধরাইয়া দেওয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু সেই ধরনের ব্যবস্থার অভাবও যে প্রকট, তাহাও সকলের জানা। এই প্রেক্ষাপটে ওয়াকেবহাল মহলের মতে, স্কুল শিক্ষার পাঠক্রম পুনর্বিন্যাসেরও চিন্তাভাবনার অবকাশ রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে, বেকার সৃষ্টির পরিবর্তে কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই স্কুলের পাঠ্যসূচীর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন বলিয়াই আমাদের প্রত্যাশা।